

মহান একুশে স্মরণে সেফাত উল্লাহ্

আমার ভাই এর রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি!
যখনই মনে পড়ে যায়
গাফ্ফার ভাই এর হৃদয় নাড়ানো একুশের এ গান
তখনই টাল মাটাল অর ওষ্ঠাগত হয়ে উঠে প্রাণ!

পরমাত্মা কি শান্তি পেলো তাদের
যারা মাতৃভাষা বাংলার জন্য দিয়ে গেলো প্রাণ !
না! তাদের অতৃপ্ত আত্মা আজো তোমাদের
দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়
যারা তাদের আত্মহুতিকে করছেন অবমূল্যায়ন!
যারা বলছেন শহীদ মিনারে যারা ফুল দিতে যায়
তারা কাফেরের সম্ভান।

আসলে ধর্মের মূল তত্ত্ব তোমরা জানো না
তোমরা ধর্ম ব্যবসায়ী র দল
তোমরা মন গড়া ফতোয়া দাও!
বায়ানুই বাঙালী জাতীতাবাদ আর মুক্তিযুদ্ধের
সোপান, এইকি তার প্রতিদান?

ভাষা শহীদদের অমরাত্মা তখনই শান্তি পাবে
যখন খবরের কাগজের পাতা উল্টোলেই
দেখতে পাবে না সারি বন্ধ লাশের ছবি একুশের
বই মেলয় রমনার বটমূলে বৈশাখী মেলা
আর বসন্ত বরণ উতসবে বোমা মেরে
অসহায় মানুষ হত্যা করে প্রাচীন বাংলার আদি

সংস্কৃতি প্রথাগত ঐতিহ্য নিম্নলয়ের অপপ্রয়াস!
যখন দেখতে পাবে না সনত্বাস দমনের নামে
প্রহসনমূলক হয়রানি মামলা মৌলবাদী অপশক্তির
প্রতিপক্ষ মুক্তিযোদ্ধা নিধন অভিযান!
যখন দেখতে পাবে না এসিড দন্ধ ষোড়শীর
বিকৃত মুখচ্ছবি আর নর পশু স্বামীর হাতে স্ত্রীর
নশংস হত্যার সংবাদ তাও কিনা যৌতুকের জন্য!

ছিঃ ছিঃ! যখন শহীদদের দেখতে পাবে না ক্ষুধার
জ্বালায় মা বাবা তাদের যুবতী কন্যাকে পাঠাচ্ছে
পতিতা বৃদ্ধির জন্য আর অসহায় পিতাকে দেখতে
হবে না অস্ত্রের মুখে চোখের সামনে থেকে ছিনিয়ে
নিয়ে যাচ্ছে তার যুবতি কন্যাকে নরপিচাশের
দলেরা তাদের জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ আর
একাভুরের মুক্তিযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ
নেওয়ার জন্য।

যখন মাগো ভাত দাও ভাত দাও বলে বস্ত্রির
হাড়িসার টোকাইগুলো তাদের কঙ্কালসার মাকে
আর জ্বালাবে না!
তখনই- শুধু তখনই একুশের স্বার্থকতা খুঁজে পাবে
তারা আর স্বার্থক হবে -সালাম বরকত রফিক
জাব্বার এর মত মহান শহীদদের বলিদান!

না হয় এতসব আনুষ্ঠানিকা লোক দেখানো
আয়োজন শুধুই প্রহসন আর প্রহসন!